দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আরো দু'টি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি স্থগিত

॥ আবুল খায়ের ॥

নীতিমালা মেনে না চলায় ১৫টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি স্থগিত বলবৎ আছে। নতুন করে চট্টগ্রাম বেসরকারি সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজে গতকাল রবিবার ছাত্র ছাত্রী ভর্তি স্থগিত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই দুটি নিয়ে গতকাল পর্যন্ত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ মোট ১৫টির ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির স্থগিত আদেশ জারি করা হল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালককে (মেডিক্যাল এডুকেশন) সভাপতি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অপর দুই সদস্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক ডাঃ মোঃ বদিউর রহমান ও মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব আলেয়া আক্তার।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর থেকে লেখাপড়ার মান, শিক্ষার উন্নতমানের উপকরণ ও পরিবেশ থাকা দরকার বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। তা বেসরকারি মেডিক্যাল ও (৪র্থ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আরো দুটি

(প্রথম পৃঃ পর)

ডেন্টাল কলেজের সিংহভাগ উপেক্ষা করে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি বাণিজ্য শুরু করে দেয়। তাদের অধিকাংশ কোন নিয়ম-কানুন মানেনি।

সারাদেশে ৩২টি বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এই পর্যন্ত ১৫টির ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি স্থগিত রাখার আদেশ জারি করা হয়। তারপর তাদের নিয়মনীতি মানার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। দুইজন শীর্ষ কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কোটি কোটি টাকার ভাগও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পকেটে যায়।

গত ২৩ জুন সকাল সাড়ে ৯টায় তদন্ত কমিটি চট্টগ্রাম, খুলশী বেসরকারী সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সেখানে নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। বিএমডিসির নীতিমালা অনুযায়ী কোন শিক্ষক নেই। এনাটমি, ফিজিওলজীতে কোন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক নেই। মোট কথায় নীতিমালা অনুযায়ী সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজে কোন শিক্ষার পরিবেশ নেই। এ কারণে ঐ কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। একই দিনে তদন্ত কমিটি বেসরকারি চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে অনুরূপ অবস্থা দেখে তাৎক্ষণিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। এর আগে একই তদন্ত কমিটি নীতিমালা উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করায় ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার আদেশ জারি করেছেন।

এই ১৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হচ্ছে- আওলিয়া নাইটিংগেল, টঙ্গী আওলিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, উত্তরা মওলানা ভাসানি মেডিক্যাল কলেজ, তায়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজ, সিরাজগঞ্জ খাজা ইউনুছ আলী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জের নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা প্রধান সড়ক রেইস কোর্স ইষ্টার্ন মেডিক্যাল হাসপাতাল, লাকসাম কুমিল্লা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা তুরাগ ইষ্টওয়েষ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কল্যাণ ইবনে সিনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ধানমন্ডি রায়ের জেড এইচ সিকদার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

তদন্ত কমিটির প্রধান বলেছেন, ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে নীতিমালা অনুযায়ী তাদের শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নীতিমালা পুরোপুরি পূরণ হলেই ছাত্রছাত্রী ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে। ২/৩টি মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালা পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উপর থেকে হয়তো দ্রুত ছাত্রছাত্রী ভর্তির স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হতে পারে বলে তদন্তকারি দলের প্রধান জানান।

জোট সরকারের আমলে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্যের মাধ্যমে নীতিমালা উপেক্ষা করে এই সকল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দুই কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন।